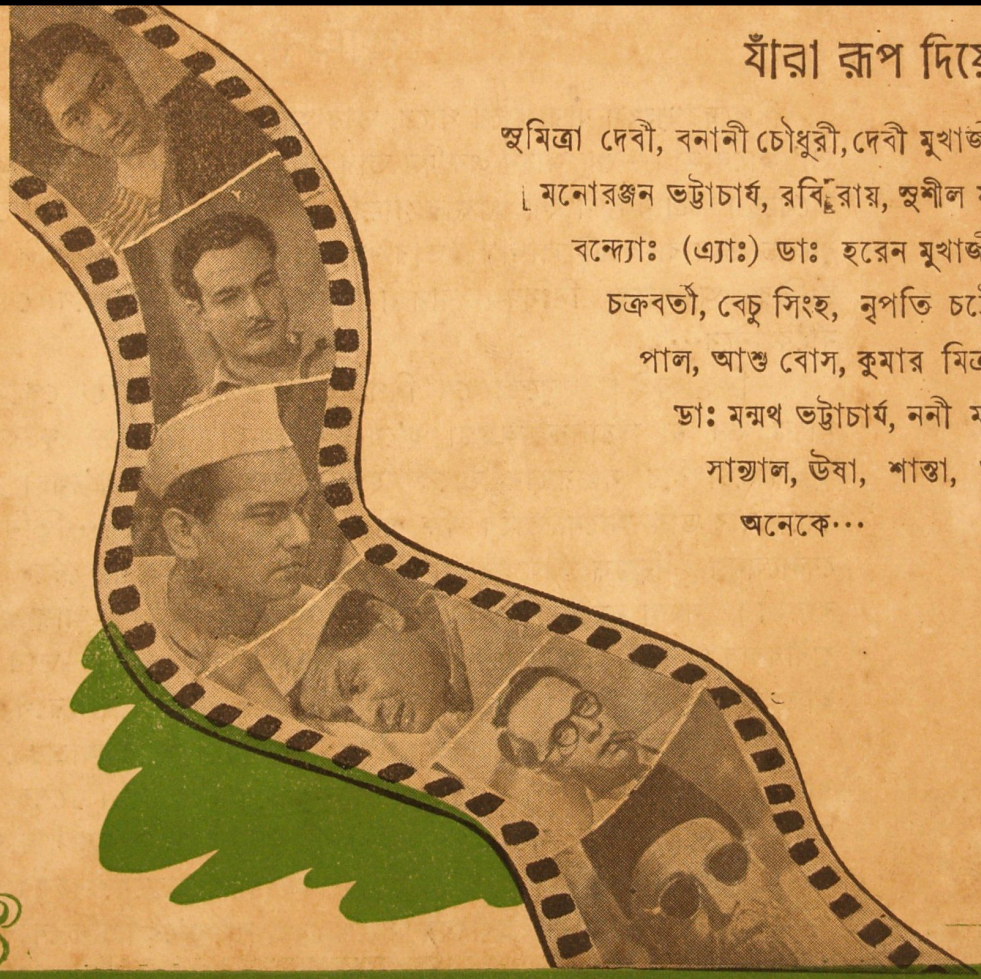

যাঁরা রূপ দিয়েছেন ঃ

সুমিত্রা দেবী, বনানী চৌধুরী, দেবী মুখার্জী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, সুশীল মজুমদার, কেষ্টধন মুখোঃ, কানু বন্দ্যোঃ (এ্যাঃ) ডাঃ হরেন মুখার্জী (এ্যাঃ), রঞ্জিৎ রায়, তুলসী চক্রবর্তী, বেচু সিংহ, নৃপতি চট্টোঃ, বিপিন মুখার্জী, শৈলেন পাল, আশু বোস, কুমার মিত্র, বলীন সোম, ভরত চৌধুরী, ডাঃ মন্মথ ভট্টাচার্য, ননী মজুমদার, ধীরেন রায়, অহি সান্যাল, ঊষা, শান্তা, আশা, নমিতা এবং আরো অনেকে…

"অভিযোগ"

29-8-47

কাহিনী

বিপদের শৃংখল যার পায়ে পায়ে, তার অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? বাসন্তী নিজেও তা' জানে না।—শুধু জানে একদিন তার সব কিছু-ই ছিল, আর আজ সর্বস্ব হারাতে ব'সেছে। গ্রাম সম্পর্কের কাকার গায়ে-পড়া দরদটুকু যে নিছক স্বার্থে জড়িত, তা বুঝতে তার বাকি রইলোনা। তার শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখে ধূলি দিয়ে একদিন রাত্রির অন্ধকারে নিঃসম্বল বাসন্তী নিঃশব্দে অজানার পথে বেরিয়ে প'ড়লো মাকে নিয়ে···

··কিন্তু কই? তবুতো সে বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেলোনা। পথের মাঝে ওর মা ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লেন। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সুবীর চৌধুরীর সহায়তায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি ক'র্লো। কিন্তু ওপার থেকে যার ডাক আসে, তাকে কি আর ধ'রে রাখা যায়?···তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। নিস্তব্ধ হিম শীতল মায়ের বুকে মুখ রেখে, কেঁদে আকুল হ'লো বাসন্তী। সজল নয়নে ব'ললো: আপনার ব'লে আমার আর কেউ রইলোনা সুবীরবাবু? সুবীরের সহজ সরল হৃদয় বেদনায় দুলে ওঠে। তার সুদীর্ঘ ওবলিষ্ঠ হাতখানি বাড়িয়ে দিল।···বাসন্তী ও তার হাতের ওপর মাথা রেখে খুব কাঁদলো···

কিন্তু পরক্ষণেই সুবীরের ভাবনা হ'লো—কোথায় ওকে আশ্রয় দেবে? মামার বাড়ীতে রাখতে গিয়ে নিজের আশ্রয়টুকুও সে হারালো। শেষ পর্যন্ত নিতাই ভটচায্যি ওকে ঠাঁই দিলো। গরীবরা এমনি ক'রেই গরীবদের সাহায্য করে।··

এ'দিকে মুক্তিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সর্বেশ্বর মহারাজ, মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য পর্যটনে বেরুবেন। কিন্তু সুবীরের সংগে দেখা না ক'রে তিনি যেতে পাচ্ছেন না।

কৃপাশংকর সুযোগ পেয়ে ব'ল্লো: ওর কি আর দায়িত্বজ্ঞান আছে? তীব্রকণ্ঠে জবাব দিলেন সর্বেশ্বর মহারাজ: হয়তো দায়িত্বজ্ঞান আছে ব'লেই সে আসতে পারেনি।···যাক্, আমি চল্লুম। এই চিঠিখানা সুবীরকে দিও। মুক্তিসঙ্ঘের ভার আমি তাকে-ই দিয়ে গেলুম।···মনে রেখো, সম্মুখে তোমার বিরাট পরীক্ষার দিন কৃপাশংকর। যদি জয়ী হ'তে না পারো, তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গুরুদেব চ'লে গেলেন।...

কৃপাশংকর চিঠিখানা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেললো। এমন সময় সুবীর ঘরে ঢুকলো। কৃপাশংকরকে গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস ক'র্তে-ই সে ব'ললো: তিনি চ'লে গেছেন। মুক্তি-সঙ্ঘের ভার তিনি আমাকে-ই দিয়ে গেছেন। আর তোমাকে ব'লেছেন, এ-বিষয় আমায় সাহায্য ক'র্তে।

অভিমান ভরে সুবীর বলে: তাঁর কি এটুকু বিশ্বাস ও আমার উপর ছিল না যে, তিনি না ব'লে গেলেও তোমায় সাহায্য ক'র্বো?"

কৃপাশংকরের চোখে মুখে তখন জয়ের চিহ্ন।···সে আজ মুক্তি-সঙ্ঘের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। দেশ নেতার মুখোস পরে অনায়াসে সে পার্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'র্তে,—পার্বে জন সেবার নাম ক'রে জনগণকে শোষণ ক'র্তে!

এমনি ক'রেই একদিন জনসাধারণের অর্থে দাতব্য হাসপাতালের পরিবর্তে গ'ড়ে উঠলো কৃপাশংকরের নিজের প্রাসাদ। চোরাকারবারের মুনাফায় দিনদিন বাড়তে লাগ্‌লো তার অর্থ ও প্রতিপত্তি,—আর সুবীরের বাড়লো ততোধিক বিপদ। এমন কি বাসন্তী ও তাকে ভুল বুঝলো। তার ধারনা, চ্যারিটি খেলায় সুবীরের পরাজয়ের পেছনে র'য়েছে, বিপক্ষীয়দলের ঘুষ।

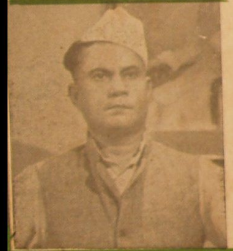

আর ঘুষ নেওয়ার কারণও হ'লো বাসন্তী নিজে। নিতাইদার ঘাড়ে চেপে না ব'সলেতো, তার সংসার এমন অচল হ'য়ে প'ড়তোনা। নিতাইদা তার জন্য যথেষ্ট ক'রেছে, সুবীরও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ ক'রেছে। না—না—না, আর নয়। সুবীরকে তার জন্য এতোখানি নীচে নেবে যেতে সে দেবে না। নিজের দুঃখের আগুনে অন্যকে আর জ্বালাবে না। আজ-ই সে চ'লে যাবে…

সত্যিই সে চ'লে গেল অবলা-আশ্রমে। যার কামনার লোলুপ দৃষ্টি ঘুরে মরছিল তাকে ঘিরে, স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিল সেই কৃপাশংকরের খপ্পরে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পার্লো, এটা অবলা আশ্রম নয়,—জেলখানার-ই নামান্তর ; তখন শত চেষ্টা ক'রেও সে বেরুবার পথ খুঁজে পেলো না। ধনীর মেয়ে রত্না পথে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি মেয়েকে আশ্রমে রাখতে গিয়ে, দেখতে পেলো বাসন্তীকে। সুবীরের ওপর তার দুর্বলতার কথা অনেকদিন আগে-ই সে জানতো। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও ছায়ার মত স'রে দাঁড়ালো সে। সুবীরের কাছে কোনদিনই তার ভালোবাসার মর্যাদা সে পায়নি। আজো হয়তো স্বার্থ-ত্যাগের কোন মূল্যও সে পাবে না ? তবু সে সুবীরকে জানালো বাসন্তীর বিপদের কথা। বিচলিত সুবীর নিশুতি রাতে তাকে উদ্ধার ক'র্তে গিয়ে নিজেই ধরা প'ড়ে গেল।

কৃপাশংকরও সুযোগ পেয়ে সুবীরকে হাজতে বন্দী ক'রে রাখলো। কিন্তু জব্দ করার আর এক ফন্দী আঁট্লো। বাসন্তীর কাকাকে খবর দিয়ে আনিয়ে, এক লম্পটের সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর্লো। এই ষড়যন্ত্রপূর্ণ জবরদস্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি বাসন্তীর নেই। তাই যন্ত্র-চালিতের মত সে বিয়ের আসরে এসে ব'সলো।

কিন্তু কৃপাশংকরের এ্যাড্‌ভোকেট এতোবড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন মনে ক'র্লোনা। এই বিয়ে ভেঙে দিতে সুবীরকে-ই তার প্রয়োজন। তাই নিজের দায়িত্বে সুবীরকে সেদিন মুক্তি দিল। বাসন্তীর বিয়ের খবর ও তাকে জানালো।

মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে সুবীর সেখানে গেল। কোন বাধা-ই তাকে প্রতিরোধ ক'র্তে পার্লোনা। হীন-কুটষড়যন্ত্রকারী কৃপাশংকরের টুঁটি চেপে ধ'রলো তার বলিষ্ঠ দুটি হাতে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল—নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে। কিন্তু সত্যিকার **অভিযোগ** কার বিরুদ্ধে ? দেশনেতা কৃপাশংকর, না—কর্তব্যপরায়ণ সুবীর ?

হাইকোর্ট সেসনে তারি বিচার হ'লো।……

সংগীত

(কোরাস্)

ঘুমের দেশে কে জাগে আজ দাও সাড়া।
হাতে পায়ে শিকল বুঝি তাই নাড়া।
সেই শিকলের ঝংকারে
ঘুচুক মনের শংকারে,
বনেদী পাপ সাফ-করা ঝড় পাক ছাড়া।
দিকে দিকে দেখ না চেয়ে
আকাশ লালে লাল,
আগুন হ'য়ে জ্ব'লছে যত
সাবেকী জঞ্জাল।
পুরানো ভিৎ নড়বড়ে
আপন ভারে যায় প'ড়ে,
নূতন যুগের মানুষ এবার
আপন পায়ে দাঁড়া।

(বাসন্তীর গান)

সাধ ছিল মোর বাঁধবো সুখে
বাঁধবো ছোট ঘর।
জানলা দিয়ে দেখা যাবে
বাঁকা নদীর চর।
দিনে নদীর ছলছলানি
রাতে তারায় ঝলমলানি
তারি সাথে সুর মিলিয়ে
জীবন মনোহর।
কে জানিত ছিল তুফান
ঈশান কোনে জেগে,
ঘর ভাসাবে ক্ষ্যাপা নদীর
হঠাৎ বানের বেগে !
সাধের সে-ঘর গেছে ভেসে
ছড়ালো আজ সকল দেশে,
ঘরের প্রদীপ প্রলয় শিখায়
সাজলো ভয়ংকর।

(রত্নার গান)

পথিক হেথায় বারেক যদি থামতে।
ছায়া-বিহীন ধূসর মরু-প্রান্তে।
ধূ ধূ বালুর মাঝে হারা
মরা নদীর একটি ধারা,
দেখতে পেতে প'ড়ে আছে
নীরব একান্তে।
কী পরিহাস ললাটে তার লিখা,
সাগর যাহার ধেয়ান ছিল
সে আজ মরীচিকা।
হেথায় সবার আগোচরে
কি নামখানি বুকে ধ'রে
তিলে তিলে শুকালো সে
হায় যদি জানতে।

* * *

ফিরবেনা গো এ-তরী আর ফিরবেনা!
তীরের সাথে ঘুচেছে তার লেনা দেনা।
যে-হাওয়া তার ছেঁড়া পালে
যে-ঢেউ লাগে ভাঙা হালে
রসাতলের তলায় ছাড়া
নাহ তাদের নীড় চেনা।
ছায়া-শীতল বটের তলায়
কোথায় সে ঘাট খানি,
ভোরের বেলায় কখন তারে
দিয়েছে হাতছানি।
আকুল রাতের অন্ধকারে
সেই ব্যথা কি ঝিলিক মারে,
অট্ট হাসে জানায় আকাশ
সেথায় তরী ভিড়বেনা।

(বাসন্তীর গান)

জানি জানি আর পড়ে না মনে।
তবু, পথ চেয়ে থাকি অকারণে।
যদি ও কখনো ভুলে
তাকাবেনা আঁখি তুলে,
তবু, দীপ জেলে রাখি বাতায়নে।
শূন্য এ-হৃদয়ের বালুচরে,
একটি আশার লতা শুকায়ে মরে।
কবে কুসুমের মাসে
হেসে ব'সেছিলে পাশে,
মর্মরে ঝরাপাতা তারি স্মরণে।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৬৪নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা,
আর্ট সার্ভিস ও প্রিন্টার্স লিঃ হইতে মুদ্রিত

২ আনা

একমাত্র পরিবেশক-প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

অভিযোগ

পরিচালনা: সুশীল মজুমদার

ইলেক্‌ট্রো পিকচার্সের সহযোগীতায়

—বাসন্তিকার—

অভিযোগ

প্রযোজক	...	সুধীরচন্দ্র গুহ
কাহিনী, সংলাপ ও গান		প্রেমেন্দ্র মিত্র
সুরশিল্পী	...	শৈলেশ দত্ত গুপ্ত
আবহ-সংগীত	...	বাসন্তিকা অর্কেষ্ট্রা
চিত্র-শিল্পী	...	বিভূতি লাহা, নিধু দাশগুপ্ত
শব্দ-যন্ত্রী	...	যতীন দত্ত
রাসায়নিক	...	শৈলেন ঘোষাল
সম্পাদক	...	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশক	...	তারক বসু, গোপী সেন
চিত্রাংকন	...	দিগেন রায়
আলোক-সম্পাত	...	সুধাংশু ঘোষ, অনিল দাস নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কমল চক্রঃ
রূপ-সজ্জা	...	অভয়পদ দাস, মুন্সি
ব্যবস্থাপক	...	কানাই মুখোপাধ্যায়
প্রচার সচিব	...	রামকৃষ্ণ চন্দ
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	সুশীল মজুমদার

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে বি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

সহকারী ঃ

পরিচালনায়	...	ভূজঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফনী গাঙ্গুলী, শচীন দত্ত, বিমল বোস
চিত্র-শিল্পে	...	সাধন রায়, বিজয় ঘোষ, তারক দাস
শব্দযন্ত্রে	...	তরণী রায়, অনিল তালুকদার
সম্পাদনায়	...	অজিত দাস, অনিত মুখোপাধ্যায়
রাসায়নে	...	শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল গাঙ্গুলী, ভোলা মুখোপাধ্যায়, সুবেশ রায়
সংগীতে	...	শৈলেশ রায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপনায়	...	বীরেন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু

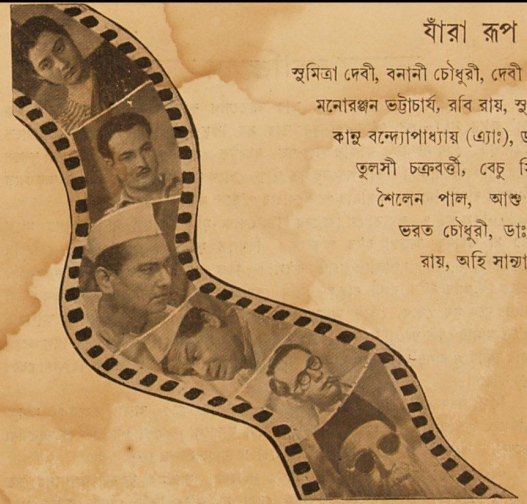

যাঁরা রূপ দিয়েছেন ঃ

সুমিত্রা দেবী, বনানী চৌধুরী, দেবী মুখার্জী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, সুশীল মজুমদার, কেষ্টধন মুখোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ), ডাঃ হরেন মুখার্জী (এ্যাঃ), রঞ্জিৎ রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, বেচু সিংহ, নৃপতি চট্টোঃ, বিপিন মুখার্জী, শৈলেন পাল, আশু বোস, কুমার মিত্র, বলীন সোম, ভরত চৌধুরী, ডাঃ মন্মথ ভট্টাঃ, ননী মজুমদার, ধীরেন রায়, অহি সান্যাল, ঊষা, শান্তা, আশা, নমিতা এবং আরো অনেকে···

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

কমলালয় ষ্টোরস্ লিঃ
কে, আর, লিনচ্ লিঃ
বহুবাজার মুকুল সংঘ
মোহনবাগান ক্লাব
ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল হস্‌পিটাল

কাহিনী

বিপদের শৃংখল যার পায়ে পায়ে, তার অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? বাসন্তী নিজেও তা' জানে না।—শুধু জানে একদিন তার সব কিছু-ই ছিল, আর আজ সর্বস্ব হারাতে ব'সেছে। গ্রাম সম্পর্কের কাকার গায়ে-পড়া দরদটুকু যে নিছক স্বার্থে জড়িত, তা বুঝতে তার বাকি রইলো না। তার শকুনের মত তীক্ষ্ণ চোখে ধূলি দিয়ে একদিন রাত্রির অন্ধকারে নিঃসম্বল বাসন্তী নিঃশব্দে অজানার পথে বেরিয়ে প'ড়লো মাকে নিয়ে···

···কিন্তু কই? তবুতো সে বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেলো না। পথের মাঝে ওর মা ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লেন। বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সুবীর চৌধুরীর সহায়তায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি ক'র্লো। কিন্তু ওপার থেকে যার ডাক আসে, তাকে কি আর ধ'রে রাখা যায়?···তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। নিস্তব্ধ হিম শীতল মায়ের বুকে মুখ রেখে, কেঁদে আকুল হ'লো বাসন্তী। সজল নয়নে ব'ললো: আপনার ব'লে আমার কেউ রইলো না সুবীরবাবু? সুবীরের সহজ সরল হৃদয় বেদনায় দুলে ওঠে। তার সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ হাতখানি বাড়িয়ে দিল।···বাসন্তী ও তার হাতের ওপর মাথা রেখে খুব কাঁদলো ·

কিন্তু পরক্ষণেই সুবীরের ভাবনা হ'লো—কোথায় ওকে আশ্রয় দেবে? মামার বাড়ীতে রাখতে গিয়ে নিজের আশ্রয়টুকুও সে হারালো। শেষ পর্যন্ত নিতাই ভট্চায্যি ওকে ঠাঁই দিলো। গরীবরা এমনি ক'রেই গরীবের সাহায্য করে।···

এদিকে মুক্তিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সর্বেশ্বর মহারাজ, মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য পর্যটনে বেরুবেন। কিন্তু সুবীরের সঙ্গে দেখা না ক'রে তিনি যেতে পাচ্ছেন না। কৃপাশংকর সুযোগ পেয়ে ব'ললো: ওর কি আর দায়িত্বজ্ঞান আছে? তীব্রকণ্ঠে জবাব দিলেন সর্বেশ্বর মহারাজ: হয়তো দায়িত্বজ্ঞান আছে ব'লেই সে আসতে পারেনি।···যাক্ আমি চল্লুম। এই চিঠিখানা সুবীরকে দিও। মুক্তিসঙ্ঘের ভার আমি তাকে-ই দিয়ে গেলুম।···মনে রেখো, সম্মুখে তোমার বিরাট পরীক্ষার দিন কৃপাশংকর। যদি জয়ী হ'তে না পারো, তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গুরুদেব চ'লে গেলেন।···

কৃপাশংকর চিঠিখানি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেললো। এমন সময় সুবীর ঘরে ঢুকলো। কৃপাশংকরকে গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস ক'র্তে-ই সে ব'ললো: তিনি চ'লে গেছেন। মুক্তি-সঙ্ঘের ভার তিনি আমাকে-ই দিয়ে গেছেন। আর তোমাকে ব'লেছেন, এ-বিষয়ে আমায় সাহায্য ক'র্তে।

অভিমান ভরে সুবীর বলে: তাঁর কি এটুকু বিশ্বাসও আমার উপর ছিল না যে তিনি না ব'লে গেলেও তোমায় সাহায্য ক'র্বো?"

কৃপাশংকরের চোখে মুখে তখন জয়ের চিহ্ন।···সে আজ মুক্তি-সঙ্ঘের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। দেশ নেতার মুখোস পরে অনায়াসে সে পার্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'র্তে,—পার্বে জন সেবার নাম ক'রে জনগণকে শোষণ ক'র্তে!

এমনি ক'রেই একদিন জনসাধারণের অর্থে দাতব্য হাসপাতালের পরিবর্তে গ'ড়ে উঠলো কৃপাশংকরের নিজের প্রাসাদ। চোরাকারবারের মুনাফায় দিন দিন বাড়তে লাগলো তার অর্থ ও প্রতিপত্তি,—আর সুবীরের বাড়লো ততোধিক বিপদ। এমন কি বাসন্তী ও তাকে ভুল বুঝলো। তার ধারণা, চ্যারিটি খেলায় সুবীরের পরাজয়ের পেছনে র'য়েছে বিপক্ষীয়দলের ঘুষ। আর ঘুষ নেওয়ার কারণও হ'লো বাসন্তী নিজে। নিতাইদার ঘাড়ে চেপে না ব'সলেতো, তার সংসার এমন অচল হ'য়ে প'ড়তো না। নিতাইদা তার জন্য যথেষ্ট ক'রেছে, সুবীরও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। না—না—না, আর নয়। সুবীরকে তার জন্য এতোখানি নীচে নেবে যেতে সে দেবে না। নিজের দুঃখের আগুনে অন্যকে আর জ্বালাবে না। আজ-ই সে চ'লে যাবে···

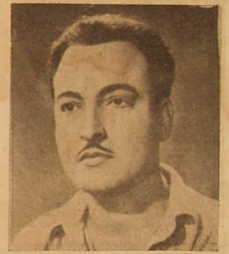

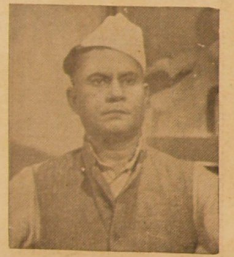

সত্যিই সে চ'লে গেল অবলা-আশ্রমে। যার কামনার লোলুপ দৃষ্টি ঘুরে মরছিল তাকে ঘিরে, স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিল সেই কৃপাশংকরের খপ্পরে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পার্লো, এটা অবলা আশ্রম নয়,—জেলখানার-ই নামান্তর; তখন শত চেষ্টা ক'রেও সে বেরুবার পথ খুঁজে পেলো না। ধনীর মেয়ে রত্না পথে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি মেয়েকে আশ্রমে রাখতে গিয়ে, দেখতে পেলো বাসন্তীকে। সুবীরের ওপর তার দুর্বলতার কথা অনেকদিন আগে-ই সে জানতো। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও ছায়ার মত স'রে দাঁড়ালো সে। সুবীরের কাছে কোনদিনই তার ভালবাসার মর্যাদা সে পায়নি। আজো হয়তো স্বার্থ-ত্যাগের কোন মূল্যও সে পাবে না? তবু সে সুবীরকে জানালো বাসন্তীর বিপদের কথা। বিচলিত সুবীর নিশুতি রাতে তাকে উদ্ধার ক'র্তে গিয়ে নিজেই ধরা প'ড়ে গেল।

কৃপাশংকরও সুযোগ পেয়ে সুবীরকে হাজতে বন্দী ক'রে রাখলো। কিন্তু জব্দ করার আর এক ফন্দী আঁটলো। বাসন্তীর কাকাকে খবর দিয়ে আনিয়ে, এক লম্পটের সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর্লো। এই ষড়যন্ত্রপূর্ণ জবরদস্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি বাসন্তীর নেই। তাই যন্ত্র-চালিতের মত সে বিয়ের আসরে এসে ব'সলো।

কিন্তু কৃপাশংকরের এ্যাড্ভোকেট এতো বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন মনে ক'র্লোনা। এই বিয়ে ভেঙে দিতে সুবীরকে-ই তার প্রয়োজন। তাই নিজের দায়িত্বে সুবীরকে সেদিন মুক্তি দিল। বাসন্তীর বিয়ের খবর ও তাকে জানালো।

মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে সুবীর সেখানে গেল। কোন বাধা-ই তাকে প্রতিরোধ ক'র্তে পার্লোনা। হীন-কূটষড়যন্ত্রকারী কৃপাশংকরের টুঁটি চেপে ধ'রলো তার বলিষ্ঠ দুটি হাতে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল—নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে। কিন্তু সত্যিকার **অভিযোগ** কার বিরুদ্ধে? দেশনেতা কৃপাশংকর, না—কর্তব্যপরায়ণ সুবীর?

হাইকোর্ট সেসনে তারি বিচার হ'লো।......

(সংগীত)

(১)

(কোরাস্)

ঘুমের দেশে কে জাগে আজ দাও সাড়া।
হাতে পায়ে শিকল বুঝি তাই নাড়া।
সেই শিকলের ঝংকারে
ঘুচুক মনের শংকারে
বনেদী পাপ সাফ-করা ঝড় পাক ছাড়া।
দিকে দিকে দেখ না চেয়ে
আকাশ লালে লাল,
আগুন হ'য়ে জ্ব'লছে যত
সাবেকী জঞ্জাল।
পুরানো ভিৎ নড়বড়ে
আপন ভারে যায় প'ড়ে,
নূতন যুগের মানুষ এবার
আপন পায়ে দাঁড়া।

(২)

(বাসন্তীর গান)

সাধ ছিল মোর বাঁধবো সুখে
বাঁধবো ছোট ঘর।
জানলা দিয়ে দেখা যাবে
বাঁকা নদীর চর।
দিনে নদীর ছলছলানি
রাতে তারায় ঝলমলানি
তারি সাথে সুর মিলিয়ে
জীবন মনোহর।
কে জানিত ছিল তুফান
ঈশান কোনে জেগে,
ঘর ভাসাবে ক্ষ্যাপা নদীর
হঠাৎ বানের বেগে!
সাধের সে-ঘর গেছে ভেসে
ছড়ালো আজ সকল দেশে,
ঘরের প্রদীপ প্রলয় শিখায়
সাজলো ভয়ংকর!

(৩)

(রত্নার গান)

পথিক হেথায় বারেক যদি থাম্‌তে।
ছায়া-বিহীন ধূসর মরু-প্রান্তে।
ধূ ধূ বালুর মাঝে হারা
মরা নদীর একটি ধারা,
দেখতে পেতে প'ড়ে আছে
নীরব একান্তে।
কী পরিহাস ললাটে তার লিখা,
সাগর যাহার ধেয়ান ছিল
সে আজ মরীচিকা।
হেথায় সবার আগোচরে
কি নামখানি বুকে ধ'রে
তিলে তিলে শুকালো সে
হায় যদি জান্‌তে।

* * *

ফিরবে না গো এ-তরী আর ফিরবে না!
তীরের সাথে ঘুচেছে তার লেনা দেনা।
যে-হাওয়া তার ছেঁড়া পালে
যে ঢেউ লাগে ভাঙা হালে
রসাতলের তলায় ছাড়া
নাই তাদের নীড় চেনা।
ছায়া শীতল বটের তলায়
কোথায় সে ঘাট খানি,
ভোরের বেলায় কখন তারে
দিয়েছে হাতছানি।
আকুল রাতের অন্ধকারে
সেই ব্যথা কি ঝিলিক মারে,
অট্ট হাসে জানায় আকাশ
সেথায় তরী ভিড়বে না।

(৩) ৪

(বাসন্তীর গান)

জানি জানি আর পড়ে না মনে।
তবু, পথ চেয়ে থাকি অকারণে।
যদি ও কখনো ভুলে
তাকাবে না আঁখি তুলে,
তবু, দীপ জ্বেলে রাখি বাতায়নে।
শূন্য এ-হৃদয়ের বালুচরে,
একটি আশার লতা শুকায়ে মরে।
কবে কুসুমের মাসে
হেসে ব'সেছিলে পাশে,
মর্মরে ঝরাপাতা তারি স্মরণে।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রক
এবং ১৮নং, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ও
লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা

একমাত্র পরিবেশক- প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ